Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

“মিরপুরের কাতান শাড়ি”

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

GI Journal No. 38

Published on : 11 JUL 2024

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জিআই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রের পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ভ) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালক সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৬০
আবেদনের তারিখঃ ১৯-০২-২০২৪ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"মিরপুরের কাতান শাড়ি"** যা শ্রেণি ২৪ ও ২৫ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নামঃ **"মিরপুরের কাতান শাড়ি"**

শ্রেণি ঃ ২৪ ও ২৫

ক) **আবেদনকারীর নাম** ঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

খ) **ঠিকানা** ঃ বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা), ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) **প্রকার** ঃ মিরপুরের কাতান শাড়ি ও টেক্সটাইল ফেব্রিক্স (২৪ ও ২৫)

ঙ) **স্পেসিফিকেশন** ঃ

বাংলাদেশের নানা রকম শাড়ি এর মধ্যে মিরপুরের কাতান শাড়ি স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাঁতিরা পিট তাঁতের সাহায্যে এই শাড়ি তৈরি করেন। এই শাড়ি বেশ জমকালো। প্রতিটি শাড়িতেই রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ। এই শাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য পাকা রঙ। অত্যন্ত জনপ্রিয় এ শাড়ি বোনা হয় রেশমি সুতো দিয়ে। শাড়ির জমিনে এক রং ব্যবহার করে পুরো শাড়িতে বিভিন্ন নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। সোনালী, রুপালি সুতো এই নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের রাজধানীর মিরপুরে এ শাড়ি উৎপন্ন হয় বলেই একে মিরপুরের কাতান শাড়ি বলা হয়। এ কাতান শাড়ির সাধারণ স্পেসিফিকেশন নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১।	শাড়ির দৈর্ঘ্য	:	৫.৫০ মি. ৬.৪০ মি. (ব্লাউজসহ)
২।	বহর	:	১.১৯-১.২৭ মি.
৩।	আঁচলের দৈর্ঘ্য	:	০.৭৬-০.৯২ মি.
৪।	টানা সুতার ধরন	:	সিল্ক (ইরি, মুগা, তসর ও মালবেরি)
৫।	টানা সুতার কাউন্ট	:	সিল্কঃ ২০-২২ ডেনিয়ার (২ প্লাই)
৬।	পড়েন সুতার ধরন	:	সিল্ক (ইরি, মুগা, তসর ও মালবেরি)
৭।	পড়েন সুতার কাউন্ট	:	সিল্কঃ ২০-২২ ডেনিয়ার (২ প্লাই)
৮।	সানার নম্বর	:	৮০-১২০ নম্বর (স্টোক পোর্ট পদ্ধতি)
৯।	সানার প্রতি ডেন্টে সুতার সংখ্যা	:	২/৩/৪/৫/৯
১০।	টানা সুতার সংখ্যা	:	৩১০০-৬২০০
১১।	জ্যাকার্ড এর হুক সংখ্যা	:	১৬০-২০০ হুকস

১২।	ঝাঁপ সংখ্যা	:	২/৩/৪/৫
১৩।	এন্ডস/ইঞ্চি	:	৬৬-১৩২
১৪।	পিকস/ইঞ্চি	:	৬০-৮০
১৫।	অতিরিক্ত পড়েন সুতার ব্যবহার	:	সিল্ক (২ প্লাই)
১৬।	অতিরিক্ত পড়েন সুতার কাউন্ট	:	২০-২২ ডেনিয়ার (সিল্ক-৪/৫ প্লাই বা জরি)
১৭।	শাড়ির ওজন	:	৬০০-১৫০০ গ্রাম

পণ্যের নমুনার ছবি

মিরপুরের কাতান নমুনা-০১

মিরপুরের কাতান নমুনা-০২

মিরপুরের কাতান নমুনা-০৩

মিরপুরের কাতান নমুনা-০৪

মিরপুরের কাতান নমুনা-০৫

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম [এর বিস্তারিত তথ্য] ঃ মিরপুরের কাতান শাড়ি

[ক] ভূমিকা:

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আর তাঁত শিল্প সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্পও এটি। ঢাকার মিরপুরের তাঁত শিল্প সেই সর্ববৃহৎ শিল্পের অন্যতম অংশীদার। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ কাহিনীতে বস্ত্র শিল্প অর্থাৎ তাঁত শিল্পের উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশের নানা রকম শাড়ির মধ্যে মিরপুরের কাতান শাড়ি স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাঁতিরা পিট তাঁত যন্ত্রের সাহায্যে এই শাড়ি তৈরি করেন। এই শাড়ি বেশ জমকালো। প্রতিটি শাড়িতেই রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ। এই শাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য পাকা রং এবং ভারি ডিজাইন। কাতান শাড়ি ব্যবহারের জন্য আরামদায়ক। অত্যন্ত জনপ্রিয় এ শাড়ি বোনা হয় রেশমি সুতো দিয়ে । জমিনে এক রং ব্যবহার করে ও পড়েনে অন্য রং ব্যবহার করে পুরো শাড়িতে বিভিন্ন ধরনের এবং রংয়ের নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। তাছাড়া, অতিরিক্ত সোনালী, রুপালি সুতো ব্যবহার করেও এই নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য শাড়ির তুলনায় এ শাড়িগুলো ওজনে ভারী হয়, যা আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য তুলে ধরে। কাতান শাড়ির রং, কারুকাজ ও নকশায় বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই শাড়ি মিরপুরে তৈরি হয়, এ জন্য একে মিরপুরের কাতান শাড়ি বলা হয়।

[খ] মিরপুরের কাতান শাড়ি ঃ

মিরপুরের কাতান শাড়ি বিশেষভাবে তৈরি হয়। উৎকৃষ্ট মানের রেশম সুতা দিয়ে তৈরি হয় এই শাড়ি। এর ফলে এই শাড়ি পরতে যেমন আরামদায়ক তেমন নরম ও স্বাচ্ছন্দ্যময়। এই শাড়ি বুনার ধরন, রং, নকশা সবকিছু আলাদা। এই শাড়ি তৈরি করতেও তাই বিশেষ দক্ষতা লাগে। এ কারণে ঢাকার মিরপুরে বিশেষভাবে তৈরি হস্তচালিত পিট তাঁতে সূক্ষ্ম বুনট ও মিহি বস্ত্রের নামই কাতান শাড়ি।

[গ] মিরপুরের কাতান শাড়ির বৈশিষ্ট্য ঃ

মিরপুরের কাতান শাড়ির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. কাতান শাড়ি প্রাকৃতিক রেশমি সুতা দিয়ে তৈরি ;

২. কাতান শাড়ির জমিনে বিভিন্ন মোটিফের কারুকাজ করা হয় ;

৩. কাতান শাড়ির উল্টো পাশে সুতার পরিষ্কার বুনন দেখা যায় এবং ভিতরে কোন প্রকার কাটিং মার্ক বা আলগা সুতা থাকেনা ;

৪. কাতান শাড়িতে হালকা কাজ থেকে ভারি কাজ থাকে, যার জন্য সব বয়সী মহিলারা পছন্দ অনুযায়ী পরতে পারে এবং

৫. কাতান শাড়ি ওজনে হালকা এবং ভারি উভয়ই হয়।

[ঘ] মিরপুরের কাতান শাড়ির নাম ঃ ধরন বা নকশার ভিত্তিতে মিরপুরের কাতান শাড়ি বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন ঃ

১। রেশমি কাতান
২। পিরামিড কাতান
৩। চুনরি কাতান
৪। প্রিন্স কাতান
৫। ব্রোকেট কাতান
৬। ফুলকলি কাতান
৭। দুলহান কাতান
৮। মিরপুরি রেশমি কাতান
৯। অরগন্ডি কাতান
১০। রিমঝিম কাতান
১১। টিস্যু কাতান
১২। গিনি গোল্ড কাতান
১৩। জর্জেট গিনি গোল্ড কাতান
১৪। অপেরা কাতান
১৫। নেট কাতান
১৬। চুন্দরি কাতান
১৭। আলপী কাতান
১৮। ধারকন কাতান
১৯। লগন কাতান
২০। কুমকুম কাতান, ইত্যাদি।

[ঙ] মিরপুরের কাতান শাড়ির কাঁচামাল ঃ

মিরপুর কাতানের মূল কাঁচামাল হচ্ছে রেশম সুতা এবং জরি।

ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এই শিল্পের সাথে জড়িত আছে এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আর তাঁত শিল্প সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্পও এটি। ঢাকার মিরপুরের তাঁত শিল্প সেই সর্ববৃহৎ শিল্পের অন্যতম অংশীদার। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ কাহিনীতে বস্ত্র শিল্প অর্থাৎ তাঁত শিল্পের উল্লেখ রয়েছে। মিরপুরের কাতান শাড়ির বিস্তার শুরু গত শতকের পঞ্চাশ এর দশক থেকে। দেশ বিভাগের পর থেকেই মিরপুরে এই শিল্পের শুরু হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত তাঁতিরা মিরপুরের অবাঙ্গালি তাঁতিদের কাছ থেকে কাতান শাড়ির বয়ন শিখে। এখন মিরপুরে বাঙ্গালি ও অবাঙ্গালি উভয় সম্প্রদায়ই কাতান বয়নের সাথে যুক্ত।

শাড়ি ১২ হাতের এক ক্যানভাস। এই ১২ হাতে ফুটে ওঠে কত নকশা, কত কারুকাজ। নৈমিত্তিক এবং আনুষ্ঠানিকতায় শাড়ি বাংলাদেশের নারীদের সবচেয়ে জনপ্রিয় পোশাক। শাড়ি ভালোবাসেনা এমন বাঙালি মেয়ে পাওয়া যাবে না নিশ্চিত। কত রকমের কত নামের না শাড়ি আছে। কত রকম সুতা ব্যবহৃত হয় তার বুননে। কাতান শাড়ির সমারোহ অন্য রকম মাধুর্য নিয়ে আসে।

শাড়ির ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে কাতান। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে কাতানের নকশা বুনন আর রঙে এসেছে নানা পরিবর্তন। যুগে যুগে বদলেছে শাড়ির পাড়, আচল ও বুনন কৌশল। বাংলাদেশের তাঁতিরা বছরের পর বছর কাতান শাড়ি বুনছে আপন সৃজনশীলতা দিয়ে। দেশ বরেণ্য ফ্যাশন ডিজাইনার এমদাদ হকের ভাষ্যমতে জ্যাকার্ড হ্যান্ডলুমে টানা ভরনায় দেওয়া আছে রেশম সুতো আর তাঁতির বুননের সাথে সাথে জমিনে ভেসে উঠেছে মোটিফের লতা, ফুল, কলকা ইত্যাদি। এরই নাম কাতান শাড়ি। বিয়েতে উজ্জ্বল বাহারি রঙ আর কারুকাজের শাড়ির সমারোহ অন্যরকম মাধুর্য নিয়ে আসে। হালকা কাজে বা এক কালারের সাথে গাঢ় পাড়ের কাতান শাড়ি ব্যবহার করে থাকেন নারীরা। সাধারণত উৎসবে কাতান শাড়ি বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আনন্দঘন মুহূর্তকে আরও আনন্দিত করতে কাতান শাড়ির জুড়ি মেলা ভার। বিয়ে, বৌভাতসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে বাঙ্গালি মেয়েরা কারুকার্য মন্ডিত উজ্জ্বল রঙের কাতান শাড়ি পড়তে পছন্দ করে। আধুনিকতার সাথে সাথে কাতান শাড়ির চাহিদা বেড়েই চলেছে।

কাতান শাড়ি ঐতিহ্য ও আভিজাত্য বাঙালি বধুর সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে বহুগুণে। কাতান শাড়ি আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়। মেয়েরা বেড়াতে গেলেই কাতান শাড়ি পড়ার কথা ভাবে অনুষ্ঠানে গেলেও প্রথম পছন্দের তালিকায় কাতান শাড়িকে রাখে। কারণ এ শাড়ি সহজে সামলানো যায়। এর ওজন হাল্কা ও ভারি। তাছাড়া এই শাড়ি দেখতে খুব সুন্দর। শাড়িতে থাকে নানা কারুকাজ। উজ্জ্বল রঙের যেকোনো শাড়ি যেকোনো বয়সের নারীকে মানিয়ে যায়। এক কালারের কাতান হলেও আঁচল আর পাড়ে বিভিন্ন নকশা করা থাকে। কাতান শাড়ির অন্যতম আকর্ষণ হলো এর উজ্জ্বলতা। নেট কাতান শাড়ি গুলো প্রায় সব নারীদের ব্যবহার করতে দেখা যায়।

অত্যন্ত জনপ্রিয় এই শাড়ি বোনা হয় রেশমি সুতো দিয়ে। এর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাঁচা-রেশম সুতো। এক রঙ ব্যবহার করে পুরো শাড়িতে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। সোনালি, রুপালি সুতো এই নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই শাড়ি হস্তচালিত তাঁতের সাহায্যে তৈরি করা হয়। এই শাড়ি বাঙালির আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য তুলে ধরে।

জ) মিরপুরের কাতান শাড়ি উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা ও মানচিত্র

ভৌগোলিক এলাকা

বাংলাদেশের ঢাকা মহানগরের মিরপুরে কাতান শাড়ি উৎপাদিত হয়। বৃটিশ আমলে তাঁতি সম্প্রদায় ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর, বেচারাম দেউরি, মালিটোলা, দক্ষিন মৈশুন্ডি এলাকায় প্রথমে কাতান শাড়ি উৎপাদন শুরু করে। পরবর্তীতে পুরনো ঢাকায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঢাকার মিরপুর এলাকায় উক্ত তাঁত শিল্প স্থানান্তরিত হয় এবং তখন থেকেই মিরপুরে কাতান শাড়ির উৎপাদন শুরু হয় এবং এর প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। কালক্রমে ঢাকার মিরপুরে এই তাঁত শিল্প ব্যাপক আকারে প্রসার লাভ করে। যে কারণে বৃহদাকারে কাতান শাড়ি ঢাকার মিরপুরে উৎপাদন শুরু হয় এবং বর্তমানে এ কাতান শাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে এই শাড়ির নকশায় এসেছে ভিন্নতা। কাতান শাড়ির রং, কারুকাজ ও নকশায় বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ শাড়ি ঢাকার মিরপুরে তৈরি হওয়ার কারণে একে মিরপুরের কাতান শাড়ি বলা হয়।

মিরপুরের কাতান শাড়ি উৎপাদনের মানচিত্র ঃ

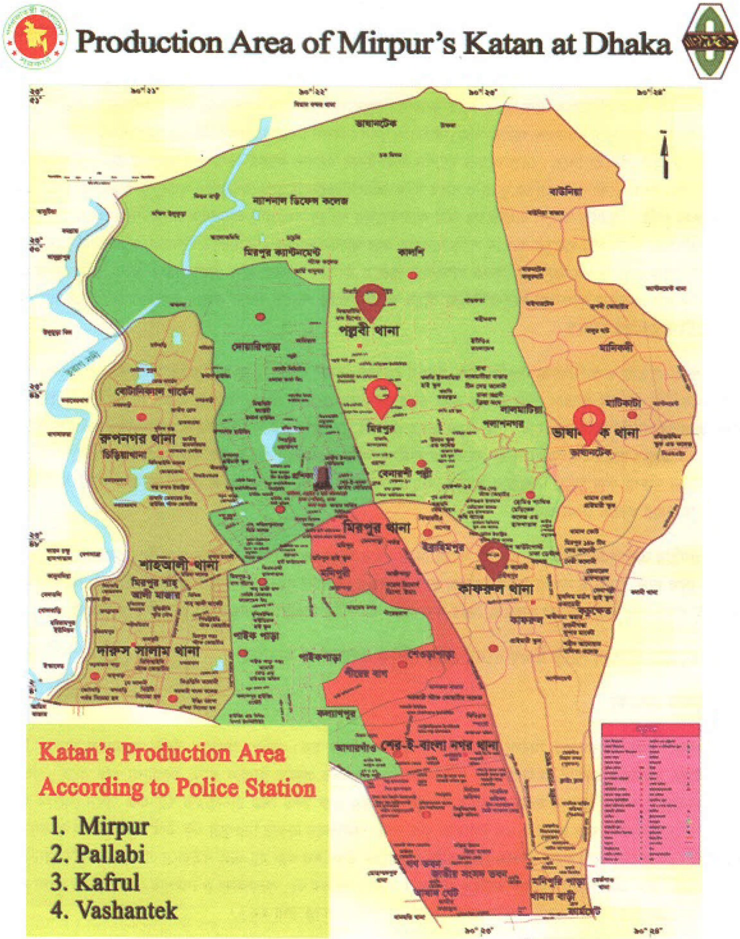

ঝ) উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি)

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক মা হুয়েন পঞ্চদশ শতকে (১৪০৫) বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও বিভিন্ন শহর উল্লেখের পর গৌড়ের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে যে, "এ দেশে ছয় প্রকারের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয় ; এই বস্ত্র সাধারণত প্রস্থে দুই হাত এবং দৈর্ঘ্যে উনিশ হাত। এই দেশে রেশমের কীট পালিত হয় ও রেশম নির্মিত বস্ত্র বয়ন করা হয়।[১]

কাতান শাড়ি এক ধরণের রেশম সুতার কাপড়। অনেক ধরনের রেশমি সুতার শাড়ির মধ্যে বিশেষ এক ধরনের শাড়ি হচ্ছে কাতান শাড়ি, যা বর্তমানে মিরপুরের কাতান শাড়ি নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের ঢাকাই কাতান তথা মিরপুরের কাতান নকশার কারণে বিশেষ বিখ্যাত। বিশ শতকের চল্লিশের দশকের গোড়ায় কিছু তাঁতি সম্প্রদায় ঢাকার বেচারাম দেউড়ি, মালিটোলা, দক্ষিণ মৈশুন্ডি এলাকায় প্রথমে কাতান শাড়ির বয়ন আরম্ভ করে। কাতান শাড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবতই তাঁতিদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরানো ঢাকায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঢাকার মিরপুরে এ তাঁত শিল্প স্থানান্তরিত হয়। কালক্রমে মিরপুর এলাকায় কাতান শাড়ির ব্যাপক উৎপাদন শুরু হলে মিরপুরে সেই সময়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠিও এই শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে কাতান শাড়ির উৎপাদন কলা কৌশল শিখে নিয়ে পারিবারিকভাবে এই কাতান শাড়ির উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়। এভাবে ঢাকার মিরপুর কাতান শাড়ির উৎপাদনের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং বর্তমানে ইহা ঢাকার মিরপুরের কাতান শাড়ি হিসেবে সমাদৃত (গবেষক শাওন আকন্দ রচিত "বাংলাদেশের তাঁতশিল্প" গ্রন্থ হতে আংশিক উদ্ধৃত[২] এবং মিরপুরের স্থানীয় বয়স্ক তাঁতিদের মৌখিক বক্তব্য হতে উদ্ধৃত)।

শাড়ির ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে কাতান। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে কাতান শাড়ির নকশা, বুনন এবং রঙে এসেছে নানা পরিবর্তন। বাংলাদেশের ঢাকার মিরপুরের তাঁতিরা বছরের পর বছর কাতান শাড়ি বুনছে আপন সৃজনশীলতা দিয়ে। শাড়ির পাশাপাশি কাতান গজ কাপড়েরও অনেক চাহিদা তৈরি হয়েছে। এখন উৎসব ছাড়াও ছোট বড় অনুষ্ঠান, গেট টুগেদারে কাতান শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ওড়না পরতে দেখা যায়।

সময়ের পরিক্রমায় ঢাকার কাতান শাড়ি, মিরপুরের কাতান শাড়ি হিসেবে পরিচিত পেয়েছে এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঞ) মিরপুরের কাতান শাড়ির উৎপাদন পদ্ধতি

কাতান শাড়ি তৈরির জন্য সিল্কসহ বিভিন্ন ধরণের সুতা স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রয়োজনে সংগৃহীত সুতা প্রসেস ও রং করা হয়। তারপর নানা ধাপ সম্পন্ন করে এসব সুতা দিয়ে কাতান শাড়ি বুনন করা হয়।

মিরপুরের কাতান শাড়ি বয়নের ধাপ ঃ

কাতান শাড়ি তৈরির পুরো বিষয়টি কায়িক শ্রমনির্ভর। এ জন্য প্রয়োজনীয় ধাপগুলো তাঁতিরা ধারাবাহিকভাবেই কার্যকর করে থাকেন। শাড়ি বয়নের ধাপগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. ডিজাইন ও কালার নির্বাচন ;
২. সিল্কের সিঙ্গেল সুতা সংগ্রহ ও প্রয়োজনমত প্লাইকরণ ;
৩. টানার সুতা ওয়ার্পিং ড্রামে জড়ানো ও পড়েন সুতার হ্যাংক তৈরি করা ;
৪. টানা ও পড়েন সুতা প্রসেসিং, সুতা রং করা ও রোদে শুকানো ;
৫. টানার সুতা বিন্যস্তকরণ ;
৬. টানার সুতা বিমে জড়ানো ;
৭. টানার বিম তাঁতে স্থাপন করা ;
৮. টানার সুতা জোড়ানো (জোড়া দেয়া হয়) ;
৯. চরকার সাহায্যে হ্যাংক হতে পড়েন সুতার নলি/ববিন তৈরি করা ;

১০. জ্যাকার্ড কৌশলের সংযুক্তি (জ্যাকার্ডের মাধ্যমে নকশার সংযোজন) ;

১১. কাতান শাড়ি বোনা ;

১২. প্রতি গজ কাতান শাড়ি হালকা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া ;

১৩. শাড়ি কেটে তোলা এবং

১৪. হালকা ইস্ত্রি করা।

তাঁতের যন্ত্রাংশ ঃ

কাঠের তৈরি যে যন্ত্র দিয়ে তাঁতিরা এই অপূর্ব শিল্পসমৃদ্ধ পণ্য তৈরি করে থাকেন, তাকে পিটলুম বা গর্ত তাঁত বলে। এই তাঁতের বিভিন্ন অংশ থাকে, যেমন-

১. নরদ বা তুরিয়া (সুতা পেচাঁনো), ২. হাত্তা (তিরোচি) ঃ এর ভেতরে রিড বা সানা থাকে, ৩. মালা, ৪. সিড়ি, ৫. জ্যাকার্ড, ৬. জালা, ৭. পাগিয়া, ৮. নাকা, ৯. খুটা, ১০. পাগিয়ার খুঁটা, ১১. শুলা বা 'ব', ১২. পাওসারের ডান্ডা ১৩. লাপ্পা, ১৪. মেশিনের ডান্ডা, ১৫. মাকড়ি, ১৬. দমপাঁচ বা প্যাডেল, ১৭. মাত্তি, ১৮. চারকি, ১৯. মাকু, ২০. টোটা বা ববিন, ২১. নলি, ২২. তিরি, ২৩. পালক, ২৪. গিরদানাক ফালি, ২৫. পাওদানি, ২৬. চিমটা, ২৭. নাট ও বোল্ট, ২৮. পিন কাটিয়া বা ডান্ডা, ২৯. দান্তি, ৩০. সিরকি, ইত্যাদি।

উপকরণ ঃ

২ প্লাই সিল্ক সুতা ; ৪/৫ প্লাই সিল্ক সুতা এবং জরি। তবে বর্তমানে বিভিন্ন রং ও ম্যাটেরিয়ালের কৃত্রিম জরি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া উদ্ভাবনের ধারায় ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করা হয় পাটের সুতা, এন্ডি সিল্ক, তসর, প্যালেক্স, পলিয়েস্টার, কৃত্রিম সিল্ক বা রেয়ন, নাইলন, ইত্যাদি।

উৎপাদন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

কাতান শাড়ি তৈরি করেন তাঁতিরা তাঁত যন্ত্রের সাহায্যে। এই শাড়ি যেমন জমকালো তেমনি এর তৈরি প্রক্রিয়াও বেশ জটিল। এর মূল উপাদান হলো রেশমি সুতা। পাশাপাশি এতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে জরি সুতা. শাড়ি তৈরি করার জন্য প্রথমে আঁকা হয় শাড়ির নকশা। তারপর আঁকা হয় গ্রাফ। গ্রাফের বর্ণনা অনুযায়ী সুতা রং করে তাঁতে তোলা হয় নকশা অনুযায়ী বুননের জন্য। জ্যাকার্ড এর সাহায্যে কাপড়ে নক্সা তোলার কাজ করা হয়।

প্রথমে শাড়ির ডিজাইন ও কালার নির্বাচন করা হয়। অতঃপর স্থানীয় বাজার হতে সিল্কের সুতা সংগ্রহ করে টানা ও পড়েনের জন্য পাকিয়ে ২ প্লাই করা হয়। অত:পর পরিমানমত ২ প্লাই সুতা দ্বারা নির্ধারিত দৈর্ঘ্যের টানার সুতা ড্রামে জড়ানো হয় এবং পড়েনের জন্য সুতার হ্যাংক তৈরি করা হয়। অত:পর টানা ও পড়েন সুতা প্রসেস করে নির্ধারিত রংকরণপূর্বক রোদে শুকিয়ে নেয়া হয়। অত:পর টানার সুতা বিন্যস্ত করা হয় এবং টানার সুতা বিমে জড়ানো হয় ও চূড়ান্ত বিম প্রস্তুত করা হয়। অত:পর টানার চূড়ান্ত বিম তাঁতে স্থাপন করা হয়। অত:পর টানার সুতা পূর্বের টানার সুতার সাথে জোড়ানো (জোড়া দেয়া) হয়। অত:পর চরকার সাহায্যে পড়েন সুতার নলি/ববিন তৈরি করা হয়। অত:পর কাপড়ের ডিজাইন অনুযায়ী জ্যাকার্ডে ডিজাইন কার্ড সেট করে বুনন কাজ শুরু করতে হয়। ডিজাইন কার্ড যথাযথভাবে সেটিং না হলে নির্ধারিত ডিজাইন কাপড়ে ফুটে উঠবে না। প্রতিগজ শাড়ি বুননের পর তা হালকা পানি দ্বারা ভিজিয়ে নেয়া হয়, যাতে সুতা শুষ্ক না হয়। ডিজাইনের উপর নির্ভর করে একটি কাতান শাড়ি তৈরি করতে তাঁতিদের ৭ থেকে ৩০ দিন সময় লেগে থাকে। আবার অধিক কারুকার্যময়, দামি ও নিখুঁত বুননের জন্য তিনজন তাঁতির সময় লাগে প্রায় তিন মাস। কাতান শাড়ি তৈরির পর তা ইস্ত্রি করে বিক্রয় করা হয়।

মিরপুরের কাতান শাড়ির উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্থির চিত্র ঃ

চিত্র ১ ঃ জ্যাকার্ড তৈরি

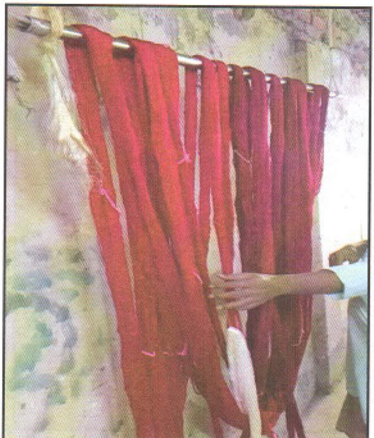
চিত্র ২ ঃ রং করার পর সুতা শুকানো

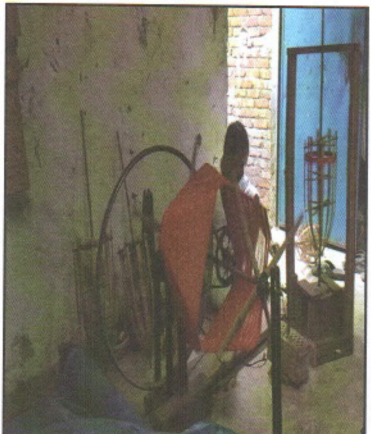
চিত্র ৩ ঃ সুতার হ্যাংক তৈরি করা

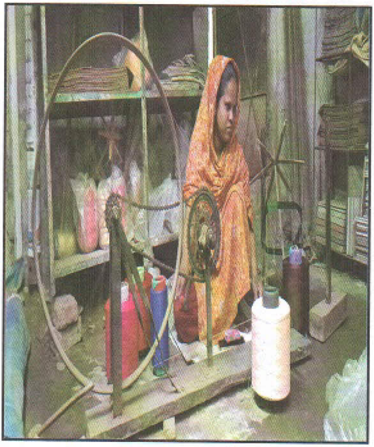
চিত্র ৪ ঃ টানার ববিন বা নলি তৈরি করা

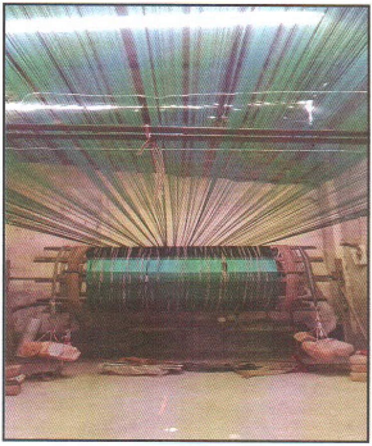

চিত্র ৫ ঃ টানার সুতা বিমে জড়ানো

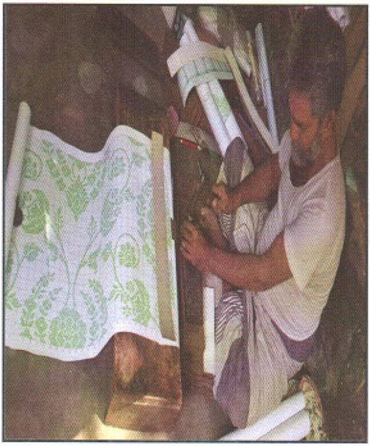

চিত্র ৬ ঃ ডিজাইন অনুযায়ী কার্ড পাঞ্চিং

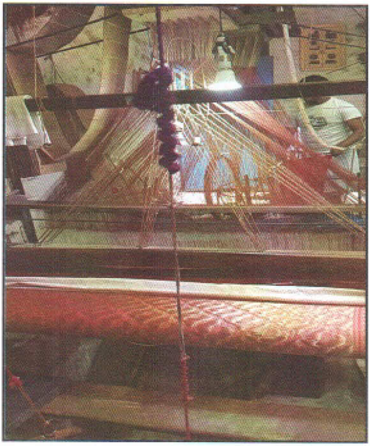

চিত্র ৭ ঃ ডিজাইন অনুযায়ী জ্যাকার্ড কার্ড সেটিং

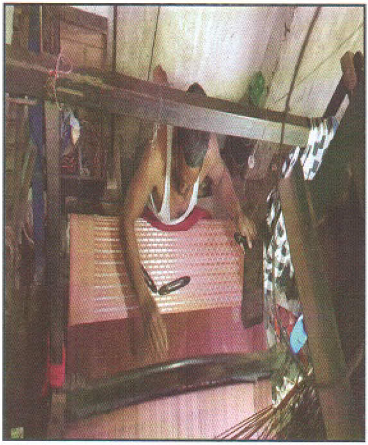

চিত্র ৮ ঃ কাতান কাপড় বুনন

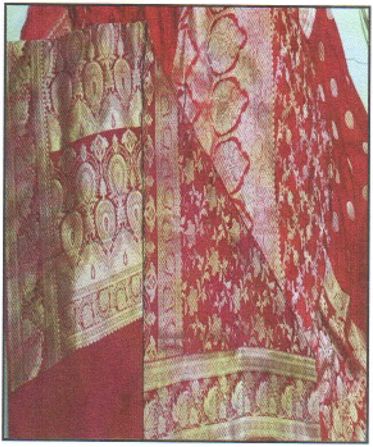

চিত্র ৯ ঃ কাতান শাড়ি-১

চিত্র ১০ ঃ কাতান শাড়ি-২

ট) মিরপুরের কাতান শাড়ির অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশের নানা রকম শাড়ির মধ্যে মিরপুরের কাতান শাড়ি স্বমহিমায় উজ্জ্বল। তাঁতিরা পিট তাঁত যন্ত্রের সাহায্যে এই শাড়ি তৈরি করেন। এই শাড়ি বেশ জমকালো। প্রতিটি শাড়িতেই রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ। এই শাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য পাকা রং এবং ভারি ডিজাইন। কাতান শাড়ি ব্যবহারের জন্য আরামদায়ক। অত্যন্ত জনপ্রিয় এ শাড়ি বোনা হয় রেশমি সুতো দিয়ে। জমিনে এক রং ব্যবহার করে ও পড়েনে অন্য রং ব্যবহার করে পুরো শাড়িতে বিভিন্ন ধরনের এবং রংয়ের নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। তাছাড়া, অতিরিক্ত সোনালী, রুপালি সুতো ব্যবহার করেও এই নকশা ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য শাড়ির তুলনায় এ শাড়িগুলো ওজনে ভারী হয়, যা আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য তুলে ধরে। কাতান শাড়ির রং, কারুকাজ ও নকশায় বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ শাড়ি মিরপুরে তৈরি হয় জন্য একে মিরপুরের কাতান শাড়ি বলা হয়। মিরপুরের কাতান শাড়ির অনন্য বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. মিরপুরের কাতান শাড়ি হস্তচালিত পিট তাঁতে তৈরি হয় ;

২. অত্যন্ত উন্নত মানের সিল্ক সুতা দিয়ে তৈরি হয় এই শাড়ি ;

৩. রূপালি ও সোনালি রঙ্গের জরি দিয়ে কাতান শাড়ি ডিজাইন করা হয় ;

৪. সুতার ধরন/বুননের রীতি অনুযায়ী কাতান শাড়ির জমিন দু'ধরণের হয়ে থাক :

১) সার্টিন

২) কাতান

৫. সার্টিন জমিনের শাড়িগুলোর জমিন মখমলের মত মোলায়েম হয়। বুননে সুতা বেশি লাগে বলে শাড়িগুলো ওজনে একটু বেশি হয়। বিয়ের কাতান শাড়ি সবই সার্টিন ধরনের এবং

৬. কাতান জমিনের শাড়ি ওজনে হাল্কা, মোলায়েম/নরম হয়। প্রায় গায়ের সাথে মিশে থাকে।

ঠ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের ব্যবহারকাল

কাতান শাড়ি এক ধরনের রেশম সুতার কাপড়। অনেক ধরণের রেশমি সুতার শাড়ির মধ্যে বিশেষ এক ধরনের শাড়ি হচ্ছে কাতান শাড়ি, যা বর্তমানে মিরপুরের কাতান শাড়ি নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের ঢাকাই কাতান তথা মিরপুরের কাতান নকশার কারণে বিশেষ বিখ্যাত। বিশ শতকের চলিশের দশকের গোড়ায় অর্থাৎ বৃটিশ আমলে কিছু তাঁতি সম্প্রদায় ঢাকার বেচারাম দেউড়ি, মালিটোলা, দক্ষিণ মৈশুন্ডি এলাকায় প্রথমে রেশমী সুতা ব্যবহার করে কাতান শাড়ির বয়ন আরম্ভ করে। কাতান শাড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বভাবতই তাঁতিদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরানো ঢাকায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঢাকার মিরপুরে এ তাঁত শিল্প স্থানান্তরিত হয়। কালক্রমে মিরপুর এলাকায় কাতান শাড়ির ব্যাপক উৎপাদন শুরু হলে মিরপুরে সেই সময়ে বসবাসরত জনগোষ্ঠিও এই শিল্পের সাথে যুক্ত হয়ে কাতান শাড়ির উৎপাদন কলা কৌশল শিখে নিয়ে পারিবারিকভাবে এই কাতান শাড়ির উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ এবং ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও মিরপুরের কাতান শাড়ির উৎপাদনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। সুতরাং মিরপুরের কাতান শাড়ির উৎপাদন ও ব্যবহারকাল বৃটিশ আমল থেকেই শুরু হয়। (গবেষক শাওন আকন্দ রচিত **"বাংলাদেশের তাঁতশিল্প"** গ্রন্থ হতে আংশিক উদ্ধৃত[২] এবং মিরপুরের স্থানীয় বয়স্ক তাঁতিদের মৌখিক বক্তব্য হতে উদ্ধৃত)।

কাজেই মিরপুরের কাতান শাড়ির ব্যবহার কাল বৃটিশ আমল থেকে শুরু হয়।

ড) মিরপুরের কাতান শাড়ির বাণিজ্যিক এলাকা

সমগ্র বাংলাদেশ। তাছাড়া, বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেখানে চাহিদা আছে তথা প্রবাসী বাঙ্গালী বসবাস করে সেই সকল দেশে।

ঢ) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

ঞ) তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশের তাঁত শিল্প, শাওন আকন্দ, (২০১৮), পৃ: ৩২;

২. বাংলাদেশের তাঁত শিল্প, শাওন আকন্দ (২০১৮), পৃ: ১৭৮;

৩. ঐতিহ্য ও আতিথেয়তার শহর, জেলা প্রশাসন, ঢাকা (২০১৮), পৃ: ৯০;

৪. https://www.textileengineers.org

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি-ক শাখা-১৬৮৫/২০২৩-২০২৪/শিল্প-০২-০৭-২০২৪-২০০ বই।

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.